এক নজরে শেরপুর জেলা

SHERPUR DISTRICT
4 0 4 8 km
89°52'
90°00'
90°08' E
25° 24' N
BANGLADESH
Bay of Bengal
Meghalaya (INDIA)
JAMALPUR
Jhenaigati
Sreebardi
Malinsi R
Thalang R
Bhugai R
Nalitabari
SHERPUR
Mari R
Nakla
MYMENSINGH
Old Brahmaputra R
25° 16'
25° 08'
25° 00'
24° 52'
25° 12'
25° 04'
24° 56'
90°12'
90°20'

শেরপুরের মানচিত্র

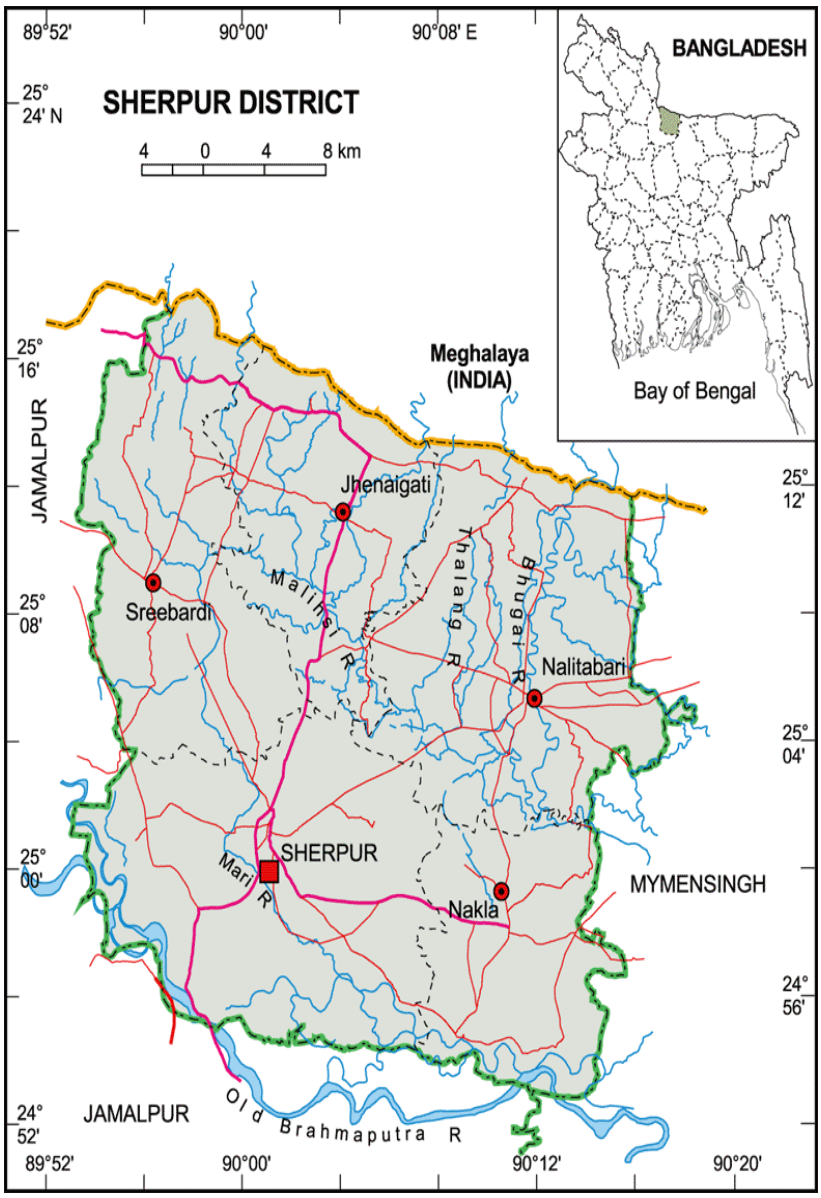

ক) <u>পরিচিতি</u> : বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে মেঘালয়ের তুষার-শুভ্র মেঘপুঞ্জ ও নীল গারো পাহাড়ের স্বপ্নপটে মানস সরোবর থেকে হিমালয় ছুঁয়ে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র, ভোগাই, নিতাই, কংশ, সোমেশ্বরী ও মালিঝির মত অসংখ্য জলস্রোতের হরিৎ উপত্যকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদ শেরপুর। শেরপুর থেকে জামালপুর পর্যন্ত ১০ (দশ) মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র পারাপারের জন্য কড়ি নির্ধারিত ছিল দশকাহন। এ থেকে ব্রহ্মপুত্র উত্তর-পূর্ববর্তী পরগনার নাম হয় দশকাহনীয়া বাজু। অনুমিত হয় খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে এ বাজুর জায়গীরদার হয়ে গাজীবংশের শের আলী গাজী বর্তমান গাজীর খামার বা গড়জড়িপা হতে ২১ বৎসরকাল তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আর এই কিংবদন্তি শাসকের নামে এ এলাকার নামকরণ করা হয় শেরপুর।

খ) <u>ইতিহাস:</u> বৃটিশ আমলে এবং পাকিস্তান আমলে এর নাম ছিল শেরপুর সার্কেল। জমিদারী আমলে ১৮৬৯ সালে শেরপুর পৌরসভা স্থাপিত হয়। ১৯৭৯ সালে শেরপুরকে মহকুমা, ১৯৮৪ সালে শেরপুরকে জেলায় উন্নীত করে জেলার ৫ টি থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়।

গ) শেরপুর জেলা সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়াবলী :

- জেলায় উন্নীত হওয়ার তারিখ: ২২/০২/১৯৮৪ খ্রিঃ
- অবস্থান: ২৫°১৮´২৪´´- ২৪°৫´৯´´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°১৮´২৬´´- ৮৯°৫২´৫৬´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
- সীমানা: উত্তরে মেঘালয়, দক্ষিণ ও পশ্চিমে জামালপুর জেলা ও পূর্ব দিকে ময়মনসিংহ জেলা
- আন্তর্জাতিক সীমানা: ৩০ কি:মি:
- মোট জনসংখ্যা: ১৫,০১,৮৫৩ জন

  পুরুষ : ৭৩২৪৩৩ জন, মহিলা : ৭৬৮৮৫৭ জন, হিজড়া : ১১২ জন, জনসংখ্যার ঘনত্ব : ১,১০২

  মুসলিম:১৪৫৬০৮০জন, হিন্দু :৩৬৮২৭ জন,

  ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী :১১০৮২ জন, অন্যান্য: ১২৪৩ জন

  গ্রামে বসবাসকারী : ১১৩১৭৫৪জন (৭৫.৩৬%), শহরে বসবাসকারী : ৩৭০০৯৯ জন (২৪.৬৪%)

  জন্মহার (প্রতি হাজারে) : ২৪.৫ মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) : ৭.৬

  মোট খানার সংখ্যা : ৩,৯৬,১৪৯ টি মোট পরিবার: ৩৩৫৩৫৩ টি
- উপজেলা ডাকঘর- ০৪ সাব পোস্ট অফিস- ০৪
- সরকারি (এতিমখানা) শিশুসদন- ১ বেসরকারি এতিমখানা- ৪৮
- মসজিদ- ৩,২০২টি মন্দির- ৫৮
- গীর্জা- ২৯ ঈদগাহ মাঠ- ৮০৬
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ- ২ শহীদ মিনার- ১৫
- সরকারি পাবলিক লাইব্রেরী- ১ বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরী- ৩৫
- এনজিও- ৫৭

ঘ) স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত :

- ✓ উপজেলা সংখ্যা : ৫ (সদর, নকলা, নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি, শ্রীবরদী)
- ✓ পৌরসভা: ৪ (শেরপুর, নকলা, নালিতাবাড়ি, শ্রীবরদী)
- ✓ ইউনিয়ন : ৫২ টি
- ✓ গ্রাম : ৬৭৮ টি

ঙ) <u>স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত</u> :

- জেলা হসপিটালের সংখ্যা- ০১ টি (২৫০ শয্যাবিশিষ্ট)
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংখ্যা- ০৪ টি
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকের সংখ্যা- ৩৮ টি
- প্রাইভেট ক্লিনিকের সংখ্যা- ২৯ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা- ০১ টি
- কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা- ১৭০ টি
- মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা- ৩,২৭,৮০৪
- সর্বমোট পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা- ২,৫৭,৫৩৮
- জন্মনিরোধ পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার- ৭৮.৬০%

চ) <u>শিক্ষা সংক্রান্ত</u> :

- শিক্ষার হার: ৬৩.৫৭% ঝরে পড়ার হার : ১৩.৬৯%
- সরকারি কলেজের সংখ্যা- ০৬ টি সরকারি মহিলা কলেজের সংখ্যা- ০১ টি
- বেসরকারি কলেজের সংখ্যা- ২৩ টি বেসরকারি মহিলা কলেজের সংখ্যা- ০৫ টি

সর্বমোট কলেজের সংখ্যা- ৩৫ টি

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ০৬ টি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ০২ টি
- বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা - ১৬৩ টি বেসরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়- ১৯ টি
- বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১২ টি বেসরকারি বালিকা নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়- ০৫ টি

সর্বমোট বিদ্যালয় সংখ্যা- ১৮১ টি

- দাখিল মাদরাসা সংখ্যা- ৮০ টি আলিম মাদরাসা সংখ্যা- ১৩ টি
- ফাজিল মাদরাসা সংখ্যা- ০৮ টি কামিল মাদরাসা সংখ্যা- ০২ টি

সর্বমোট মাদরাসা সংখ্যা- ১০৩ টি

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ৭৪১ টি
- পিটিআই সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ১ টি
- শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ১ টি
- উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ২২ টি

- ইবতেদায়ী মাদ্রাসা - ১৬৭ টি
- আবাসন/ আশ্রয়ন প্রকল্প- ৫২টি
- টেকনিক্যাল স্কুল- ০১ ভোকেশনাল স্কুল- ০১
- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- ০১ কওমী মাদ্রাসা- ১১৮
- টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট- ১২
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়- ০১ হোমিওপ্যাথি কলেজ- ০১
- পলিটেকনিক স্কুল এন্ড কলেজ- ০১ ভোকেশনাল স্কুল এন্ড কলেজ- ০১
- কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট- ০১ পিটিআই- ১

ছ) <u>ভূমি সংক্রান্ত</u> :

- আয়তন: ১৩৬৩.৭৬ বর্গ কিলোমিটার মৌজা সংখ্যা: ৪৫৭ টি
- মোট জমির পরিমাণ: ১০৬৪৬৭ হেক্টর (৩১২২৮৮১৪ একর)

  সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ: ৭৫,০০০ হেক্টর
- মোট খাস জমির পরিমাণ: (ক) মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ: ১১৭৯৩.৪৭ একর

  (খ) মোট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ: ৮৭৯৩.৪৯ একর
- মোট বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ: ৭৬৪৪.৭৯৮ একর
- বন্দোবস্তযোগ্য অবশিষ্ট কৃষি খাস জমির পরিমাণ: ৩৩৬১.৮৯৮ একর
- বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাস জমির পরিমাণ: ৩৫৯.৭৩ একর
- বন্দোবস্তযোগ্য অবশিষ্ট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ: ৩৫২.৬৪২৫ একর
- মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ: ৮৯২৭.৬৬৮৩ একর
- আবাসন প্রকল্প: ০৫ আশ্রয়ণ প্রকল্প: ০৬
- আদর্শগ্রাম প্রকল্প: ০১ গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প:১৯
- জলমহাল: ৭১টি (২০ একরের ঊর্ধ্বে-২৩টি, ২০ একর পর্যন্ত-৪৮টি) পুকুর: ১৬০১
- হাট-বাজার: ১৬৬টি
- পাথরমহাল: নাই বালুমহাল: ০৯
- বনভূমির পরিমান- ২,০৪৯ একর সংরক্ষিত বনভূমির পরিমান- ৬,৩৪৭ একর

- রেঞ্জ: ০৩ (রাংটিয়া, বালিজুরী, মধুটিলা) প্রধান বৃক্ষ- শাল মহুয়া

ছ.১ আশ্রয়ণ প্রকল্প: ০৬টি

- উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা- ৩৫০ টি ব্যারাক সংখ্যা- ৩৫ টি

ছ.২ একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প

- এলাকা- ৫ টি উপজেলার ৫২ টি ইউনিয়ন
- সমিতির সংখ্যা- ৪২২ টি উপকারভোগীর সংখ্যা- ২২,৯৫১ জন

জ) আবহাওয়া :

- বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত- ২,১১২ মিঃমিঃ
- গড় তাপমাত্রা- ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

ঝ) কৃষি সংক্রান্ত :

- কৃষক পরিবারের সংখ্যা- ২,৯৪,৫৮৯ টি
- মোট উৎপাদিত ফসল- ৮,৬৯,৩৭৫ মেঃটন মোট খাদ্যশস্য- ৭,৮৯,৮৫২ মেঃটন
- মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন- ৬,৯৮,৩৮৭ মেঃটন (১১.৫৮% গো-খাদ্য/অপচয় বাদে)
- মোট খাদ্যশস্যের চাহিদা- ২,০২,৬৯৮ মেঃটন
- উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ- ৪,৯৫,৬৯০ মেঃটন
- প্রধান ফসল- ধান, গম, সরিষা, পাট, বাদাম, ভুট্টা, গোলআলু ও মরিচ
- উল্লেখযোগ্য নদী- ব্রহ্মপুত্র,ভোগাই, নিতাই, কংশ, সোমেশ্বরী, মহারশ্মি, মালিঝি
- উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান- শাহ কামাল মাজার, গজনী অবকাশ কেন্দ্র, মধুটিলা ইকোপার্ক, শের আলী গাজীর মাজার, জরিপ শাহ এর মাজার, বার দুয়ারী মসজিদ, ঘাগড়া লস্কর খান বাড়ী মসজিদ, মাইসাহেবা জামে মসজিদ, শহীদ নাজমুল চত্তর।

ঞ) যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত (পরিশিষ্ট-ঙ):

এলজিইডি, শেরপুর এর অধীন:

মোট রাস্তার সংখ্যা	:	১০৬১টি	দৈর্ঘ্য = ২৪২৪ কিঃমিঃ
পাকা/সেমি পাকা/পীচ রাস্তার সংখ্যা	:	৫৭১টি	দৈর্ঘ্য = ১৩৩০ কিঃমিঃ
মাটির রাস্তার সংখ্যা	:	৪৯০টি	দৈর্ঘ্য = ১৪৯৮ কিঃমিঃ
ব্রিজ/কালভার্টের সংখ্যা	:	৩৭৩০টি	দৈর্ঘ্য = ২০৮৫৮ কিঃমিঃ

- মোট রাস্তার সংখ্যা- ১০৫০
- পাকা/ সেমিপাকা/ পীচ রাস্তার সংখ্যা- ২৩৩ দৈর্ঘ্য- ৭০১ কিঃমিঃ
- মাটির রাস্তার সংখ্যা- ৮১৭ দৈর্ঘ্য- ২১৪৭ কিঃমিঃ
- ব্রীজ/ কালভার্টের সংখ্যা- ২,৮২৬ দৈর্ঘ্য- ১৭,৭৮৮ মিঃ

পরিশিষ্ট-ঙ : শেরপুর জেলার সীমান্ত সড়ক

শেরপুর জেলার মোট সীমান্ত সড়ক ৫০ কি.মি.। এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের শেরপুরের প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র ৪২ কি:মি: এবং জামালপুরের ৮ কি:মি:। ইতিমধ্যে ECNEC ২৮৬৫ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে এবং সুনামগন্জ্ঞ-নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ-শেরপুর-জামারপুর ৮০ কি.মি. সড়ক নিমার্ণের কাজ চলছে। উন্নয়নের ফলে -

i) সীমান্ত সড়ক কাজ সম্পন্ন হলে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা সম্ভব হবে।

ii) সীমান্ত অপরাধ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

iii) আন্ত:জেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে শেরপুর জেলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

iv) সীমান্ত সড়কের কারণে ভারতের মেঘালয় হতে কয়লা পাথর আমদানী সহজ হবে। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পণ্য আমদানী রপ্তানি সহজ হবে।

v) শেরপুর জেলায় পর্যটন শিল্প বিকশিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

পরিশিষ্ট-চ : শেরপুর জেলার রাবার ড্যাম

শেরপুর জেলায় ০৪ টি রাবারড্যাম আছে। যার মধ্যে ০২ টি নালিতাবাড়ীতে ০১ টি নকলায় ও ০১ টি ঝিনাইগাতীতে।

নালিতাবাড়ীর চেল্লাখালি নদীর উপর বিএডিসি এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত রাবার ড্যামটি ১৫ মে ২০১৬ খ্রিঃ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু । ১১.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাবার ড্যামটি বাঘবেড় ইউনিয়নে অবস্থিত। ৩৬ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫ মিটার উচচতার এই রাবার ড্যামটি বাঘবেড়, রাজনগর ও নন্নী ইউনিয়নের ৫০০ হেক্টর বোরো জমির সেচের পানির যোগান দিচ্ছে।

নালিতাবাড়ীর ভোগাই নদীর উপর এলজিইডি এর তত্ত্বাবধানে রাবার ড্যাম নির্মিত হয়। রাবার ড্যামটি মরিচপুরাণ ইউনিয়নে অবস্থিত। ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫ মিটার উচচতার এই রাবার ড্যামটি মরিচপুরান, যোগানিয়া, বাগবেড়, নয়াবিল, নালিতাবাড়ী ইউনিয়নের ২৮০০ হেক্টর বোরো জমির সেচের পানির যোগান দিচ্ছে।

নকলায় ভোগাই নদীর উপর এলজিইডি এর তত্ত্বাবধানে ২০১৪ খ্রি. রাবার ড্যাম নির্মিত হয়। রাবার ড্যামটি মরিচপুরাণ ইউনিয়নে অবস্থিত। ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫ মিটার উচচতার এই

রাবার ড্যামটি নকলা, উরফা, মরিচপুরানের একাংশ ও হালুয়াঘাট উপজেলার একটি ইউনিয়নের একাংশের ২৫০০ হেক্টর বোরো জমির সেচের পানির যোগান দিচ্ছে।

ঝিনাইগাতীতে মহারশি নদীর উপর এলজিইডি এর তত্ত্বাবধানে ২০১৬ খ্রি. রাবার ড্যাম নির্মিত হয়। রাবার ড্যামটি নলকুড়া ইউনিয়নে অবস্থিত। ৪৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.৫ মিটার উচচতার এই রাবার ড্যামটি নলকুড়া ইউনিয়নে সেচের পানির যোগান দিচ্ছে।

পরিশিষ্ট-ছ : শেরপুর জেলার নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী

শেরপুর জেলা পাঁচটি উপজেলাতেই কমবেশি নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের বসবাস। এ জেলার নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গারো- ১০,৪৫৬ জন, কোচ- ২,৫৩৯ জন, বর্মণ- ৩,১৯৮ জন, অন্যান্য -৩,০৩৮ জন, সর্বমোট- ১৯,৯২৩ জন।

গারো ঃ শেরপুর জেলায় গারো নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। গারোদের সংখ্যা মোট ৮,৪৫৬ জন। শেরপুর জেলার গারো জনসংখ্যার আনুমানিক শতকরা ৯০ ভাগ কৃষি এবং শ্রমজীবী। বাকী ১০ জন চাকরীসহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষাক্ষেত্রে গারোদের অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাজং ঃ শেরপুর জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে চারটি উপজেলাতেই হাজং আদিবাসী সম্প্রদায় হাজং আদবাসী সম্প্রদায় হাজং বিদ্যমান। নকলাতে হাজং নেই।

কোচ ঃ শেরপুর জেলার অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ন্যায় এই জনগোষ্ঠীও স্বকীয় ঐতিহ্য এবং বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী ও নালিতাবাড়ী এই ৩ টি উপজেলায় কোচদের সংখ্যা সর্বমোট ১,৮৩৯ জন। অতীতে কোচদের প্রভাব প্রতিপত্তি, শৌর্যবীর্য ছিল অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু আজ এ কোচ সমাজ বিলুপ্তির পথে। অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বারংবার আক্রান্ত হওয়ায় তাদের পরিধিও সংকুচিত হয়েছে। কোচ সমাজে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। ইদানীং হাতে গোনা কয়েক জন কোচ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশুনা করছে।

হদি ঃ হদিরাও কোচের মত সেই প্রাচীন কাল থেকে এই শেরপুর জেলার আদি অধিবাসী হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত। তারা কুটির শিল্পে দক্ষ এবং এই কুটির শিল্প দিয়েই জীবন জীবিকা নির্বাহ করে।

ডালু ঃ হাজংদের মত ডালুরা বার্মা ও ইন্দোচীন থেকে এসেছে। তাদের আদি নিবাস একই স্থানে বলে তাদের আচার আচরণও অভিন্ন। শেরপুর সদর ও নালিতাবাড়ী উপজেলায় ডালু নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বসবাস করে।

বানাই ঃ শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলায় বানাই নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস। কোচদের পাশাপাশি বাস করে বলেই তাদের বোঝার বা চেনার কোন উপায় নেই। বানাই জনগোষ্ঠীদের আগমন হাজংদের মতই। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা এসব কিছুই কোচদের ন্যায়। কোচ, হাজং দের ন্যায় বানাই নৃ-গোষ্ঠীও সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী।

বর্মণ ঃ শেরপুর জেলার শ্রীবরদী, নালিতাবাড়ী, শেরপুর সদর ও ঝিনাইগাতীতে সর্বমোট ২,৮৯৮ জন বর্মণ আদিবাসী বসবাস করে। বর্তমানে অন্যান নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীদের ন্যায় বর্মণ আদিবাসীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভূমি মালিকানার অধিকার বিপন্ন প্রায়।

অতীতে শেরপুর জেলায় আদিবাসীদের অবস্থানের পরিধি আরও বিস্তৃত থাকলেও রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক আগ্রাসনে বার বার আক্রান্ত হওয়ায় তাদের পরিধি সংকুচিত হয়েছে। কালের স্রোতে অতীতের অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে। আদিবাসীরা তাদের ভূমি ও জীবন যাপনের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে। কৃষিই হচ্ছে সমস্ত আদিবাসী সংস্কৃতির কেন্দ্র বিন্দু ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উৎস। তাই উৎপাদনশীল ভূমি ও চাষাবাদ থেকে আদিবাসীদের সার্বিক জীবন যাত্রাকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। দিন দিন কৃষি জমি কমে যাওয়ায় এবং নানা আর্থসামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় শেরপুর জেলার আদিবাসীরা প্রত্যাশিত গতিতে অগ্রসর হতে পারছে না। গারো, হাজং, কোচ, বানাই, বর্মণ, হদি, ডালু এই নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমাজ ধর্ম, রীতি নীতি, জীবন ধারা অর্থনীতি, রাজনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হতে অনেকাংশেই পৃথক ও স্বতন্ত্র। এ স্বাতন্ত্র ঐতিহ্যমন্ডিত

আদিবাসী সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। দেশী ও বিদেশী কয়েকটি এনজিও এদের জীবনমান উন্নয়নে শেরপুরে কাজ করছে। তবে এদের জন্য প্রয়োজন সরকারের সর্বাত্নক সহযোগিতা।

শেরপুর জেলায় নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কিছু সুপারিশঃ-

(১) আদিবাসী সংস্কৃতি রক্ষায় শেরপুর জেলায় একটি আদিবাসী সংস্কৃতি উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

(২) আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে।

(৩) কুটির শিল্পে দক্ষ আদিবাসীদের উৎপাদিত পণ্যপ্রসারে নিয়মিত কুটির শিল্প মেলার আয়োজন করা যেতে পারে এবং ব্যবস্যা সম্প্রসারণের জন্য স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৪) সরকারি/ বেসরকারি উদ্যোগে আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষামূলক ও সচেনতামূলক সভা / সেমিনার এর আয়োজন করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-জ : শেরপুর জেলার নাকুগাঁও স্থল বন্দর ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল

নাকুগাঁও স্থল বন্দর বাংলাদেশের একটি অন্যতম স্থল বন্দর। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ীতে অবস্থিত এই স্থলবন্দরটি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ-ভারত এর পণ্য আমদানী রপ্তারী ইমিগ্রেশন চেক পোষ্ট হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিল। ১৩.৪৬ একর আয়তনের এই স্থল বন্দরটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৬১.৯ মিলিয়ন টাকা। তখন থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্থল বন্দর হিসাবে যাত্রা শুরু করে নাকুগাঁও স্থল বন্দর। এই স্থল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান এই চারটি দেশের মধ্যে ট্রানজিট শুরু হবে। নাকুগাঁও স্থল বন্দরের বাংলাদেশ প্রান্তে রয়েছে শেরপুর জেলা এবং ভারত প্রান্তে রয়েছে মেঘালয় রাজ্যের ঢলু বরাঙ্গপাড়া। এই স্থল বন্দর দিয়ে কয়লা, পাথর, লাইমস্টোন আমদানী করা হয়।

অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন

শেরপুর সদর উপজেলাধীন চরপক্ষিমারী ইউনিয়নের চরপক্ষীমারী মৌজায় ৩৭০ একর ও জামালপুর জেলায় সদর উপজেলাধীন যথার্থপুর মৌজায় ১০৮ একর জমি নিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলটি শেরপুর জামালপুর সীমানায় ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে স্থাপিত হবে বিধায় গ্যাস বিদ্যুৎসহ একই সাথে সড়ক পথ, রেল পথ ও নদী পথে যোগাযোগের সুবিধা পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক অঞ্চলটি স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায়

আনুমানিক ১০১ টি পরিবারে ৪৩৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অর্থনৈতিক অঞ্চলটি স্থাপিত হলে এখানে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

পরিশিষ্ট-ঝ : শেরপুর জেলায় পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে গারো পাহাড়ের পাদদেশ জুড়ে অবস্থিত শেরপুর জেলা। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্ত ঘেষা এ জেলার প্রায় ৪২ কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি গারো পাহাড়;রয়েছে কত শত পাহাড়ি বৃক্ষ, শাল-গজারীর প্রচ্ছন্ন ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে নয়নাভিরাম বনাঞ্চল। আর প্রকৃতির এই মহাসমারোহ শেরপুরকে একটি পর্যটন সম্ভাবনাময় জেলায় পরিণত করেছে।

গজনী অবকাশ কেন্দ্র

শেরপুর জেলা সদর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ঝিনাইগাতী উপজেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের পাদদেশে ১৯৯৩ সালে শেরপুরের তৎকালীন

জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে গড়ে ওঠে এটি। বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও উত্তরাঞ্চলের প্রধান ও আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে এটি। মনোরম পাহাড়ি শোভামণ্ডিত গজনী এলাকায় একটি পুরোনো বটগাছের পূর্বদিকে আনুমানিক ২০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের টিলায় নির্মাণ করা হয়েছে তিনতলা অবকাশভবন।পাহাড়, বনানী, ঝরনা, হ্রদ এতসব পাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেও কৃত্রিম সৌন্দর্যের অনেক সংযোজনই রয়েছে গজনী অবকাশ কেন্দ্রে। গারো পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য দেখার জন্য আছে আকাশচুম্বী 'সাইট ভিউ টাওয়ার'। আছে দোদুল্যমান ব্রিজ ও সুড়ঙ্গ পথ। শিশুদের বিনোদনের জন্য নির্মিত হয়েছে চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, বন্য হাতির ভাস্কর্য 'মিথিলা' আর মৎস্যকন্যা 'কুমারী'। কৃত্রিম জলপ্রপাতও তৈরি হয়েছে এখানে। নজরুল মঞ্চ, গারো মা, প্রায় ৩২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন বিলুপ্ত প্রাণী ডাইনোসরের প্রতিকৃতি ও গজনীর সৌন্দর্য বর্ধনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জুন-আগস্ট পর্যন্ত গজনী অবকাশ কেন্দ্র থেকে ১১লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়।

রাজার পাহাড় থেকে বাবেলাকোনা

ছোট নদী ঢেউফা, এর পাশেই বিশাল উঁচু টিলা রাজার পাহাড়। নদী আর সৌন্দর্য্যে অপরুপ লীলা ভূমি রাজার পাহাড়। এর কুল ঘেঁষে নানা কারুকার্যে সাজানো উপজাতি এলাকা বাবেলাকোনা। ঢেউফা নদীর দু'পাশে সবুজ বৃক্ষ আচ্ছাদিত অসংখ্য উঁচু নিচু পাহাড়। গভীর মমতা আর ভালবাসায় গড়া উপজাতিদের বর্ণিল জীবনধারা। অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মিলিত

আহবান। সৌন্দর্য্যময়ী এ স্থানটি শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের মেঘালয়ের পাদদেশে, অবারিত সবুজের যেন মহা সমারোহ। উপজাতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও চর্চার কেন্দ্রগুলোও এখানকার আলাদা আকর্ষণ। এসব হচ্ছে বাবেলাকেনা কালচারাল একাডেমি, ট্রাইবাল ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন অফিস)টিডব্লিও(, জাদুঘর, লাইব্রেরি, গবেষণা বিভাগ, মিলনায়তন এর অন্যতম নিদর্শন। এখান থেকে নৃ-জনগোষ্ঠী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। মিশনারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হচ্ছে এখানকার একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে রাজার পাহাড়ে ওপরে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হচ্ছে।